প্রথম আলো

তারিখ 05 JUN 2006
পৃষ্ঠা ১১ কলাম ২

শিক্ষাঙ্গনকে সন্ত্রাসমুক্ত করুন

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

'শিক্ষাঙ্গন একদিন সন্ত্রাসমুক্ত হবে। তার জন্য অনেক দিন অপেক্ষা করতে হবে এটা জানি। তবে আমি হতাশ নই। একদিন দেশে সুদিন আসবে।' বললেন হাবিবুর রহমান ভূঁইয়া—সনির বাবা। বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) কেমিকৌশল বিভাগের ছাত্রী সাবিকুন্নাহার সনির চতুর্দশ মৃত্যুবার্ষিকী সামনে রেখে এক আলোচনা সভায় কয়েকটি বাক্যে তাঁর বক্তব্য তুলে ধরেন হাবিবুর রহমান ভূঁইয়া।

সনি মেমোরিয়াল ফাউন্ডেশন এ আলোচনা সভার আয়োজন করে গতকাল শনিবার ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির (ডিআরইউ) সাগর-রুনি মিলনায়তনে।

বুয়েট ক্যাম্পাসে বিবদমান ছাত্রদের দুটি গ্রুপের গোলাগুলির মধ্যে পড়ে ২০০২ সালের ৮ জুন নিহত হন সাবিকুন্নাহার। ২০০৩ সালের ২৯ জুন দ্রুত বিচার আদালত বুয়েট ছাত্রদলের সভাপতি মোকাম্মেল হায়াত মুকি, ছাত্রদল কেন্দ্রীয় নেতা টগর ও সাগরের ফাঁসির রায় দেন। হাইকোর্ট ২০০৬ সালে তাঁদের সাজা কমিয়ে যাবজ্জীবন করেন। হত্যাকাণ্ডের পর টগর পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হলেও মুকি ও সাগর এখনো ধরা পড়েননি। গতকালের সভায় সভাপতির বক্তব্যে গণফোরামের সভাপতি ড. কামাল হোসেন বলেন, মেধাবী ছাত্রী সনি কেন মারা গেল? কিছু তথাকথিত ছাত্রের হাতে চাঁদা তোলার প্রতিযোগিতায়।

সনির মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে আলোচনা সভা

ড. কামাল হোসেন আরও বলেন, সন্ত্রাসমুক্ত শিক্ষাঙ্গন গড়ার দাবিতে একটা আন্দোলন শুরু হয়েছে। যেটা অন্যায়, সেটাকে অন্যায় হিসেবে চিহ্নিত করতে হবে। কোনোরকম আপস করা যাবে না। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি আহছানউল্লাহ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি ও বুয়েটের সাবেক অধ্যাপক এ এম এম শফিউল্লাহ বলেন, 'আমরা শিক্ষাঙ্গনকে নিরাপদ করতে চাই। ক্যাম্পাসগুলোতে রাজনৈতিক দল ও সংগঠনের ছত্রচ্ছায়ায় টেন্ডারবাজি হচ্ছে। স্বার্থের জন্য মারামারি লেজুড়বৃত্তি হচ্ছে।' সবাই এক হলে সনি হত্যার মতো সব অন্যায়ের বিচার হবে বলে মন্তব্য করেন তিনি।